বিষ্ণুযামল প্রভৃতিতে যে ব্যবস্থা আছে, তাহাতে কিন্তু বিষ্ণুপাদোদক দ্বারাই পিতৃলোক প্রভৃতির তর্পণ করা কর্ত্তব্য, আর বিষ্ণুনিবেদিত অন্নের দ্বারাই দেবতাগণের আরাধনা করা কর্ত্তব্য—এইপ্রকার বিধান করিয়াছেন। পূর্ব্ববিধি হইতে পরবিধিই বলবান। শ্রীভগবৎপীঠআবরণ পূজাতে কিন্তু যে সকল গণেশ, দুর্গা প্রভৃতি দেবতান্তর আছেন, তাঁহারা সকলেই বিষ্বক্‌সেনাদির মত ভগবানের নিত্য বৈকুণ্ঠসেবক। অতএব সেই গণেশ দুর্গা প্রভৃতি মায়াশক্তি-স্বরূপ হইতে পারেন না। যেহেতু বৈকুণ্ঠস্বরূপ হইতে ২।৯।১০ শ্লোকে উল্লেখ আছেন—"ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরে" ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীবৈকুণ্ঠে মায়া নাই এবং মায়াশক্তির কার্য্য সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণ নাই। অতএব মায়িক শিব-দুর্গাদিও তথায় নাই। এইরূপ উল্লেখ থাকায় মায়াময় শিব-দুর্গাদি শ্রীবৈকুণ্ঠে থাকা সর্ব্বদা অসম্ভব। অথচ শ্রীভগবানের পীঠদেবতারূপে শিব-দুর্গাদি আছেন – ইহাও পঞ্চরাত্র প্রভৃতি সংহিতাতে উল্লেখ করা আছে। অতএব সেইসকল শিব-দুর্গা প্রভৃতি দেবতাগণ শ্রীভগবানেরই স্বরূপশক্তি স্বরূপ। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ হইতে অভিন্ন শ্রীমৎ অষ্টাদশক্ষরাদি মন্ত্রসমূহেও ভগবদ্ভক্তির জীবনস্বরূপ শক্তির বৃত্তিবিশেষ দুর্গানামে অধিষ্ঠাত্রী শক্তি আছেন, ইহা শ্রুতিতন্ত্র প্রভৃতিতে দেখা যায়। নারদপঞ্চরাত্রে শ্রুতি-বিদ্যাসংবাদে উল্লেখ আছে – ভজনই (সেবা) যাহার সম্পত্তি, এমন শ্রীভগবানের প্রকৃতিরূপা ভক্তি নিজ প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে ভজন করিতেছেন। সেই ভগবানের শক্তি ভক্তিদেবীকে অত্যন্ত দুঃখে জানিতে পারা যায়—এই অভিপ্রায়েই অখণ্ডরসবল্লভা সেই ভক্তিদেবীকেই সাধুমহাপুরুষগণ দুর্গা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। অতএব গৌতমীয়কল্পে এই শ্রীভক্তিস্বরূপিণী দুর্গাকে শ্রীভগবানের সহিত অভেদরূপে উল্লেখ করা আছে—

যঃ কৃষ্ণঃ সৈব দুর্গা স্যাদ্ যা দুর্গা কৃষ্ণ এব সঃ।

যিনি কৃষ্ণ, তিনিই দুর্গা; যিনি দুর্গা, তিনিই কৃষ্ণ। অন্যত্র "ত্বমেব পরমেশানি অস্যাধিষ্ঠাতৃদেবতা" অর্থাৎ অয়ি পরমেশানি। তুমিই এই মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। এস্থলে প্রাকৃত দুর্গাকেই সম্বোধন করিয়া এই কথা বলা হইয়াছে। যদিও ইহা অসম্ভব, তথাপি বিরাটপুরুষ ও মহাপুরুষকে যেমন কোথাও কোথাও অভেদরূপে উল্লেখ করা হয়, সেই প্রকার এই স্থলেও প্রাকৃত দুর্গা ও অপ্রাকৃত দুর্গাকে অভিন্নভাবে যাহারা উপাসনা করে, তাহাদের মত অবলম্বনেই এই কথা বলা হইয়াছে। যেহেতু যিনি মায়ার অংশরূপা মায়াধীন এই প্রাকৃতলোকে মন্ত্ররক্ষা লক্ষণ সেবার জন্য, অর্থাৎ যাহারা শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ করিয়া জপাদি বা মন্ত্রদেবতার পূজা করে না, তাহারা যে ভগবন্